উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০২

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে নালা পরিষ্কার কার্যক্রম চলছে

আনজুমান বানু লিমা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার রোধে সরকারী কর্মসূচির পাশাপাশি নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি ও এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে ঘাসফুল নালা পরিষ্কারের কর্মসূচি পালন করেছে। ঘাসফুল স্কুলের কিশোর কিশোরীরা এ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পালন করে। নগরীর ২৮ নং ওয়ার্ড এলাকার রাজা মিয়া বস্তিতে গত ৩ জানুয়ারি এ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু হয়। বস্তিবাসীদের সহযোগিতায় এলাকার কিশোর-কিশোরী এবং ঘাসফুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বত:স্ফূর্তভাবে কর্মসূচিতে অংশ নেয়। তারা নালা-নর্দমায় জমে থাকা পলিথিনসহ বিভিন্ন বর্জ্য পরিষ্কার করে। প্রসঙ্গত, নগরীর জঞ্জালপূর্ণ এলাকাগুলোর অন্যতম হচ্ছে রাজা মিয়ার বস্তি এলাকা। এই এলাকার নালা-নর্দমা প্রায়ই পলিথিনসহ বিভিন্ন বর্জ্যে ভরপুর থাকে। এতে নালায় পানি চলাচল ব্যহত হয়ে এলাকার পরিবেশ হয়ে উঠে অসহনীয়।

রাজা মিয়ার বস্তিতে নালা পরিষ্কার করছে কিশোর-কিশোরীরা

ছবি : জেবুন

পরবর্তীতে ঘাসফুলের উদ্যোগে কমার্স কলেজ এলাকাসহ আরো কিছু স্থানে নর্দমা পরিষ্কারের এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। ঘাসফুলের কর্ম এলাকা নগরীর সাতটি ওয়ার্ডে প্রাথমিকভাবে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকলেও তা পরবর্তীতে পুরো নগরীতে পরিচালিত হবে।

এদিকে, নালা পরিষ্কার ও পলিথিন ব্যবহার রোধে ঘাসফুলের কার্যক্রমের সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, 'এটা সরকারী উদ্যোগের সহযোগী কার্যক্রম। আমরা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি'।

নালা পরিষ্কার কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় এলাকাবাসীরা জানান, তারা নালা থেকে বর্জ্য পরিষ্কার করতে প্রস্তুত। তবে এসব বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ গ্রহণ তথা ভ্যান বা গাড়ীর ব্যবস্থা করা দরকার বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। একজন এলাকাবাসী অভিযোগ করেন, তারা নালা থেকে পলিথিন পরিষ্কারের পর তা নিষ্কাশনে বিলম্ব ঘটায় সেই পলিথিন আবার নর্দমায় স্থান নিয়েছে।

পানি চাই, দিতে হবে

বিশ্ব পানি দিবসের র‍্যালীতে হাজার ঘাসফুলকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক :

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে 'চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ' আয়োজিত র‍্যালীতে ঘাসফুল-এর ১ হাজারের বেশী কর্মী অংশ নিয়েছে।

'পানি চাই, দিতে হবে'-এই শ্লোগানকে ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ডে তুলে ধরে নগরবাসীদের সীমাহীন পানি সংকট ও দুর্ভোগের প্রতি সরকার ও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ এ র‍্যালীর আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে র‍্যালীটি শুরু হয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা সংলগ্ন পন্টন চত্বরের ফাঁকা স্থানে গণজমায়েতে মিলিত হওয়ার কথা থাকলেও পুলিশি বাধার কারণে তা হয়নি। আয়োজকরা র‍্যালী অনুষ্ঠানে তাদের অনুমতি রয়েছে দাবি করলেও শেষ মুহূর্তে পুলিশ র‍্যালীতে বাধা দেয়। নগরবাসীদের দাবির মুখে পুলিশ রাইফেল ক্লাব মোড় পর্যন্ত র‍্যালীর অনুমতি দেয়। এরপর র‍্যালী পুনরায় শহীদ মিনারে এসে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়।

চট্টগ্রাম নাগরিক উদ্যোগ-এর আহ্বায়ক সাংবাদিক মুহাম্মদ ইদ্রিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বিশিষ্ট আইনজীবী ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী, উন্নয়নকর্মী স্বপ্না তালুকদার, আরিফুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এর আগে সকালে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে খন্ড খন্ড মিছিল সহকারে নগরবাসীরা শহীদ মিনার চত্বরে সমবেত হতে থাকে। র‍্যালী শুরুর আগ মুহূর্তে এখানে ৫ হাজারের বেশী নাগরিকের সমাবেশ ঘটে। ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, রিফ্রেক্ট সার্কেলের সদস্য, ধাত্রী, উপকারভোগী, ঘাসফুল-এর সব স্টাফসহ ১ হাজারের বেশী কর্মী এতে অংশগ্রহণ করেন।

মাইক কেড়ে নেয়া, র‍্যালীতে বাধাদান প্রভৃতি কারণে আয়োজকরা তাৎক্ষণিকভাবে চিটাগং প্রেস ক্লাবে প্রতিবাদ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে সংগঠনের আহ্বায়ক মুহাম্মদ ইদ্রিস উপস্থিত সাংবাদিকদের পুরো ঘটনা অবহিত করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি এ ঘটনাকে ঐতিহাসিক কারবালা ট্র্যাজেডীর সাথে তুলনা করে বলেন, নগরবাসীদের পানি সংকট সমাধানের এই আন্দোলনের এখানেই শেষ নয়; বরং এখান থেকে শুরু হলো।

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয় / নিবন্ধ	৩
কেস স্টাডি	৪
ফিচার	৫
শিশু কথা / নতুন দিগন্ত	৬
সংবাদ / সংগঠন সংবাদ	২ ও ৭

নির্বাহী কমিটির সভা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ঘাসফুল এম সি এইচ, এফ ফি এন্ড এফ ডব্লিউ এসোসিয়েশন এর ঈদ পুনর্মিলনী ও নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ৭ জানুয়ারি স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্টাফ গ্রেচুইটির জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা, একটি কেজি স্কুল স্থাপন ও গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীসহ বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মিসেস শাহানা আনিস এতে সভাপতিত্ব করেন।

ঈদ পুনর্মিলনী ও নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিতির একাংশ

সংস্থার স্থায়ী স্টাফদের জন্য জনতা ব্যাংকে শেখ মুজিব রোড কর্পোরেট শাখায় 'স্টাফ গ্রেচুইটি ফান্ড' নামে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা: মমতাজ সুলতানা, কোষাধ্যক্ষ সেলিনা চৌধুরী, পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগ সমন্বয়কারী মো: সাখাওয়াত হোসেন এবং শিক্ষা বিভাগ সমন্বয়কারী সেলিনা আক্তারকে এই সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

এদিকে, উক্ত সভায় ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল নামে একটি আনুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং উক্ত স্কুল পরিচালনার জন্য একটি নতুন কমিটি গঠনের জন্য নির্বাহী পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণকে দায়িত্ব দেয়া হয়। স্কুলের খরচ হিসেবে প্রাথমিকভাবে সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গত জানুয়ারি থেকে স্কুলের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে মোট ১২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলটি পরিচালিত হচ্ছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ব্র্যাকের সহায়তায় পটিয়ার কোলাগাঁও ইউনিয়নে পূর্বের পাঁচটি স্কুলের সাথে আরও পাঁচটি স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত এ সভায় গৃহীত হয়। এছাড়া, এ সভায় বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়কারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ দিবসে পুষ্পমাল্য প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল রিফ্লেক্ট সার্কেল নগরীতে শোক র‍্যালী ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে। এ উপলক্ষে ঘাসফুল কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ দিবসে কমার্স কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য দিচ্ছেন রিফ্লেক্ট সার্কেলের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পদ্মফুল সার্কেলের নেতৃত্বে সাতটি সার্কেলের সদস্য এবং রাজামিয়া কলোনীর বাসিন্দারা র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। রাজামিয়া কলোনী থেকে র‍্যালীটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কমার্স কলেজে গিয়ে শেষ হয়। অংশগ্রহণকারীরা কমার্স কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। ঘাসফুল কার্যালয়ে দুপুরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক জনাব মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ঘাসফুলের সকল স্টাফ, সুবিধাভোগী, টিবিএ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং বাংলা ভাষার আরো ব্যাপক চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

দিন দিন প্রতিদিন, ক্ষতিকর পলিথিন
এতদিনের অভ্যাস এখনই ছেড়ে দিন

উৎস'র কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ইউনাইট থিয়েটার ফর সোশাল অ্যাকশান (উৎস)-এর থিয়েটার ইউনিট ট্রেনিংয়ের উদ্যোগে 'বাচনিক অভিনয়ে প্রমিত উচ্চারণ ও মাইক্রোফোন ব্যবহার' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সেমিনার কক্ষে গত ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক (পিও) আলো চক্রবর্তী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধ উচ্চারণের ব্যাকরণগত দিক, দর্শকদের সামনে কোন বিষয় উপস্থাপনের লক্ষ্যনীয় বিষয়, মাইক্রোফোন, মাইক্রোফোনের ধরন এবং এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। আলোচকরা বলেন, কেবল আবৃত্তি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণ আবশ্যক তা নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন আবৃত্তিকার রাশেদ রউফ এবং বেতার চট্টগ্রামের মুখ্য নাট্য পরিচালক এ,কে,এম আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণ শেষে নাট্যকার, নির্দেশক রবিউল আলম প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি- মার্চ ২০০২

সম্পাদকীয়

"ঘাসফুল" নামে প্রথম প্রকাশনাটি বের হয়েছিল সেই ১৯৭৮ সালে। অর্থ-বার্ষিক এই প্রকাশনাটি মাঝখানে নানা কারণে অনিয়মিত হয়ে যায়। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন উপলক্ষ এবং ঘাসফুল সংগঠনের বিভিন্ন আয়োজন তখন সীমিত হয়ে পড়ে "ঘাসফুল" প্রকাশনা। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে শিশুদের জন্য 'শিশু কথা' এবং নারী উন্নয়ন বিষয়ে 'নতুন দিন' নামে দু'টি নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা শুরু হয়। এবার আমরা "ঘাসফুল", 'শিশু কথা' এবং 'নতুন দিন' কে সমন্বিত করে বর্ধিত কলেবরে শুরু করেছি "ঘাসফুল বার্তা"।

"ঘাসফুল বার্তা" একটা নিয়মিত ত্রৈমাসিক। সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষ, যাদের নিয়ে ঘাসফুল এম সি এইচ একাপি এন্ড এফ ডব্লিউ এসোসিয়েশন কাজ করছে, তাদেরই মুখপত্র "ঘাসফুল বার্তা"। "ঘাসফুল বার্তা"র লক্ষ্য অধিকার সচেতনতা সৃষ্টি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা।

ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের এই দেশটি, আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশকে আচ্ছাদিত করে আছে সবুজ ঘাস। সব ফুলই কিছু না কিছু আদর পায়, কেবল ঘাস ফুলই অবহেলিত থাকে, পদদলিত হয়। ঘাস ফুলের মতই অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত চট্টগ্রাম শহরের সাতটি ওয়ার্ডের মানুষদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে ঘাসফুল। এই অধিকার বঞ্চিতদের প্রাপ্তি-হারানো, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবি এবং তাদের নিয়ে যে ঘাসফুল কর্মীরা কাজ করছে তাদের কথাই ফুটে উঠবে "ঘাসফুল বার্তা"য়।

বর্ধিত কলেবরে "ঘাসফুল বার্তা"য় এখন থেকে নারী বিষয়ক 'নব দিগন্ত' শিশু বিষয়ক 'শিশু কথা' নিবন্ধ, ফিচার, সংবাদসহ নিয়মিত বিভিন্ন বিভাগ থাকছে। পরবর্তী সংখ্যায় আরো নতুন বিভাগ সংযোজনের প্রত্যাশা র'লো। আগ্রহীদের সুচিন্তিত মতামত সাদরে গৃহীত হবে। সবাইকে বাংলা নববর্ষ ১৪০৯-এর অগ্রিম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

নিবন্ধ

নৃশংসতার অক্টোপাসে নারী, শেষ কোথায়?

রওশন আক্তার সোমা

মৃত্যুর পরের এক জগতে দেখা হয়েছে ওদের তিনজনের। ওদের নিষ্পাপ মুখমন্ডলের বেদনার ছাপ। মা-বাবা, ভাই-বোনদের ছেড়ে ওখানে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের। কিন্তু সকল কষ্টকে ছাপিয়ে ওদের দু'চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে ঘৃণার বিষবাষ্প। প্রচন্ড ঘৃণা আর ক্রোধ নিয়ে ওরা তাকিয়ে আছে এ পৃথিবীর ছোট শ্যামল একটি দেশের দিকে। মাত্র ক'দিন আগেই ওরা ছিল এই দেশটির বাসিন্দা। কিন্তু গুটিকয় নরপশুর অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ওরা ছেড়ে গেছে এ অপরূপ সুন্দর পৃথিবী....ওদের নাম সিমি, মহিমা, ইন্দিরা। ওদের চেনেন না এমন বাংলাদেশী কি কোথাও আছেন?

মৃত্যুর আগে সিমির একটাই আকুতি ছিল তার মত করে যেন আর কোন মেয়েকে মরতে না হয়। ভেবেছিল তার করুন মৃত্যুতে এদেশের মানুষগুলোর কঠিন হৃদয়ে মানবিকতার বোধ জাগ্রত হবে। কিন্তু কই! অবাক হয়ে সিমি জীবনের ওপার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে এদেশের প্রতিটি প্রতিবাদী নারীর জীবনে তার জীবনের পুনরাবৃত্তি। সিমির মত করে যারা সমাজের শৃঙ্খলটাকে উপেক্ষা করতে চায়, তাদের ওপরই নেমে আসে পুরুষ শাসিত সমাজের কূপদৃষ্টি। সিমির মত শারিরীক মৃত্যুকে আলিঙ্গনের সাহস তাদের সবার না থাকলেও মনে মনে তারা মরছে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।

সিমির মতই কষ্টভরা চোখ নিয়ে বাংলাদেশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ইন্দিরা। তার এত বড় ত্যাগের কারণটাই তো বুঝতে পারলো না এরা! সেকি শুধুমাত্র তার প্রতারক প্রেমিকটির শাস্তির দাবীতেই জীবন দিয়েছিল? নাকি এ দেশের সকল প্রতারকের সম্পর্কে সহজ সরল মেয়েগুলোকে সতর্ক করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য? ইন্দিরা সম্পর্কিত সব আলোচনাতেই ঘুরে ফিরে এ দুটো বিষয় আসে। কিন্তু ইন্দিরার প্রতিবাদ তো এত তুচ্ছ কোন বিষয়ে ছিল না। ওতো প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিল সেই সমাজের বিরুদ্ধে যেখানে নারীর কুমারীত্বকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাবা হয়, যা হারিয়ে গেলে নারী হয় অস্পৃশ্য! জীবনের চেয়ে কুমারীত্বকে বড় করে দেখা হয় যে সমাজে, ইন্দিরার আত্মত্যাগ সে সমাজের কঠিন প্রাচীরে সামান্যতম ফাটলও ধরাতে পারেনি। তবে কি ব্যর্থ হল ইন্দিরার এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া?

আর মহিমা! সারাদিন প্রজাপতির মত ওড়াওড়ি করে কাটতো যে কিশোরীর জীবন, সবাই জানে কাদের অপরাধে মরতে হল তাকে। অথচ স্বাধীনভাবে এদেশের মাটিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই মানুষ নামের পশুগুলো। ঘুরছে তাদেরই মত আরও হাজার হাজার পশু, প্রতিদিন যাদের বিকৃত লালসার শিকার হচ্ছে এদেশের মেয়েরা।

ওদের মৃত্যুর আগে এদেশে প্রতি ঘন্টায় একজন নারী নির্যাতনের শিকার হতো। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী এদেশে ২০০১ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৩১৮৯ জন নারী, এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ১৫৩ জন আর শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৩৮১টি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ওরা চেয়েছিল এ নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে। কিন্তু কি মূল্য দিয়েছে এ দেশবাসী তাদের এ ত্যাগের? গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ৫৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছেন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৮ জনকে। গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৫ জন। ধর্ষিতদের ২৯ জন নাবালিকা যাদের মাঝে চার বছরের শিশুও রয়েছে।

এটুকু পড়েই যারা ভয়ে শিউরে উঠবেন তাদের জন্য রয়েছে আরও নতুন খবর। ক্ষুধার্ত পশুগুলো এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের মায়ের ওপর। স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বামীকে হারিয়ে শিশুকন্যাকে বুকে নিয়ে বাংলাদেশকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে ছিলেন বকুল রানী দে। দেশের প্রতি তার ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদস্থ সরকারী শিশু পরিবারে সহ-তত্ত্বাবধায়কের চাকুরী। কিন্তু এত বড় ত্যাগের বিনিময় বকুল রাণীর এত কম প্রাপ্তি বুঝিবা পছন্দ হয়নি এদেশের কয়েকজন বীর পুরুষের (!) বকুল রাণীকে দেশবাসীর কাছে পরিচিত করে তোলার জন্যই (!) যেন তারা বের করলো নতুন ধরনের কৌশল। ২৬ মার্চের স্বাধীনতা দিবসকে মাথায় রেখেই হয়তো তারা ৪ মার্চের গভীর রাতে বকুল রানীর সরকারী বাসভবনে গিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে তাকে। শোধ করে এ দেশবাসীর কাছে বকুল রানীর যা কিছু পাওনা ছিল তার পুরোটাই।

সারা দেশের মানুষ জানলো বকুল রানীর নাম। জানলো তার দুঃখ ভরা জীবনের কথা। কিন্তু মাঝবয়েসী এই মাকেও রেহাই দেয়নি যে বিকৃত মানসিকতার মানুষগুলো, তাদের কারণে আজ লজ্জায় ছেয়ে গেছে এদেশের প্রতিটি মায়ের মুখ। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছেন এই মায়েরা? কেন তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন না শাস্তি দিতে এ কলঙ্কময় সন্তানদের? মহিমা, সিমি আর ইন্দিরারা বকুল রানীকে পেয়ে মায়ের আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু মা কি করে এই মেয়েদের কান্না থামাবেন! তিনি নিজেই তো কেঁদে চলেছেন অহর্নিশ।

কেস স্টাডি

বদলে গেছে সুফিয়ার জীবন-ঘাসফুলের ছোঁয়ায়

শারমিন আরা হক

মাটি থেকে উত্থিত জীবনের সীমা-পরিসীমায়, জ্যোৎস্না থেকে গলে পড়া মুহূর্তগুলো পরিস্ফুটিত হয়ে, পরিশীলিত হয়ে নব আনন্দে, নবরূপে প্রকাশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, আলো ছড়ায়। জীবনে এমন সুন্দর সব মুহূর্ত বদলে যায় বাস্তবতার কঠিন বেড়াজালের ফাঁদে। জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে গিয়ে অনেকেই নিমজ্জিত হয় গভীর হতাশায়, হয়তো হারিয়েও যায়। অবশ্য বিপরীত চিত্রও কম না- যেখানে হতাশ মানুষের বুকে দাঁড়ানো মুখচ্ছবি জ্বলজ্বল করে। এমনই এক নাম সুফিয়া খাতুন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে অষ্টাদশী সুফিয়ার বিয়ে হয় তার চেয়ে বিশ বছরের বড় আব্দুল বারেকের সঙ্গে। প্রতিটি নারীর মত সুফিয়ার ছিল স্বামী সংসার নিয়ে এক সুন্দর জীবন গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু যে স্বামীকে ঘিরে তার এত স্বপ্ন, সুফিয়াকে বিয়ে করার সময় সে ছিল চার সন্তানের জনক। বিয়ের পর জানা এ তথ্য ওলট-পালট করে দেয় সুফিয়ার জীবন। বছর না ঘুরতেই শুরু হয় সুফিয়ার ওপর স্বামী সতীনের নির্যাতন। এরই মাঝে স্বাধীনতার পর পরই জন্ম হয় মেয়ে রোজীর। কিন্তু ইতোমধ্যে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় স্বামীর সংসারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, শিশু কন্যার হাত ধরে গর্ভের পুত্র সন্তানসহ স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুফিয়া।

ঘাসফুল ডাইনিং-এ কাজ করছেন সুফিয়া

ছবি : জেবুন

আশ্রয় নেয় লালখান বাজার পোড়া কলোনী বস্তিতে; শুরু হয় অন্যের বাসাবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে সংসার চালানোর এক নিরন্তর সংগ্রাম।

সে সময় সুফিয়ার পরিচয় ঘটে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সাথে। সুফিয়াদের বস্তিতে তিনি বস্তিবাসী মহিলাদের নিয়ে উঠোন বৈঠক করতেন পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঘাসফুলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সুফিয়া শাড়ীর ফলস লাগানো, বোতাম লাগানো, কুশির কাজ ইত্যাদি করতে শুরু করে।

এক সময় সে হাতের কাজের ওপর প্রশিক্ষণ নিতে ভর্তি হয় নারী পুর্ণবাসন কেন্দ্রে। প্রশিক্ষণ শেষে সুফিয়া ঘাসফুল প্রকল্প অফিসে পরিচ্ছন্নতার কাজে নিযুক্ত হয়। তারপর সেলাই, ডাক্তারের সহযোগী প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ করার পর বর্তমানে সে ঘাসফুলের বাবুর্চী পদে স্থায়ীভাবে কর্মরত।

মাসে ২০ টাকা ভাড়ার বস্তি ঘরে থাকতো যে সুফিয়া সে এখন পাকা দালান ঘরের বাসিন্দা। ঘাসফুলে চাকুরী পাওয়ার পর ১০ বছরের জন্য মাসে ২০০ টাকা করে একটি ডিপিএস এর মেয়াদ শেষে সুফিয়া পেয়েছে ৫২ হাজার টাকা।

এছাড়া, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নিয়ে কিনেছে দুটো রিক্সা, যার একটা তার ছেলে চালায় আর অন্যটি ভাড়া দিয়ে প্রতিদিন আয় করে ৮০ টাকা। এখন সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল।

উঁচু নীচু পথ পেরিয়ে বার্ধক্যের দ্বার প্রান্তে দাঁড়ানো সুফিয়া পেছন ফিরে নিজের জীবনে খুঁজে বের করেছে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে না পারা। তার মতে, নিজে লেখাপড়া না জানার কারণে সে বুঝতে পারেনি শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা; তাই তার ছেলে মেয়ে রয়ে গেছে অশিক্ষিত। তবে, একই ভুল বার বার করতে চায় না সে। আর সে কারণেই নিজের নাতি-নাতনীদের লেখাপড়া শেখাতে ভর্তি করিয়েছে স্কুলে।

সুফিয়ার জীবন ধারা পাল্টে দিয়েছে ঘাসফুল। আর তাই ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ সুফিয়া তার বাকী জীবনটাও এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকেই কাটাতে চায়।

জীবন সম্পর্কে তার উপলব্ধিও বেশ তীক্ষ্ণ। তার মতে, 'পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট স্থায়ী কিছু না। এসব সহ্য করে শ্রম দিয়ে বেশ বেঁচে থাকা যায়'। আমাদের সমাজের নির্যাতিত মহিলাদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে সুফিয়ার সংগ্রামে ভরা জীবনে সাফল্য লাভের এই ইতিহাস।

বদলে যাওয়া আমেনার কথা

লুৎফুল কবির শিমুল

জন্মের সন তারিখ মনে নেই। শুধু জানে তার জন্মস্থান চট্টগ্রামের কুয়াইশ থানা। অভাবের তাড়নায় শৈশবেই মা-বাবা আমেনাকে নিয়ে চলে আসে শহরে। আশ্রয় জোটে চট্টগ্রামের ধনিয়ালা পাড়ার বস্তিতে। এখানেই মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয় আমেনার।

বিয়ের দু'বছরের মাথায় তিন মাসের গর্ভবতী আমেনাকে রেখে পরপারে পাড়ি জমায় তার স্বামী। শুরু হয় আমেনার সংগ্রামী জীবনের নতুন অধ্যায়। ছেলে হারুন-অর-রশীদের জন্মের পর সে ফিরে আসে মা-বাবার ঘরে। দরিদ্র বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে থাকতে ভীষণ খারাপ লাগতো আমেনার। তার উপর শিশু সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব। ফলে শুরু হয় আমেনার বাসা বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ খোঁজা। কিন্তু শিশুসহ যুবতী নারীকে বিশ্বাস করে বাসায় কাজ দিতে রাজী হয়নি এ সমাজের কোন হৃদয়বান মানুষ।

সংসারের অমোঘ নিয়মে শুরু হয় আমেনাকে পুনরায় বিয়ে দেয়ার চেষ্টা। বিধবা হওয়ার তিন বছরের মাথায় তার বিয়ে হয় আবদুল গনির সাথে। টিউব ওয়েল বসানোর কাজ করে আবদুল গনি যে সামান্য টাকা আয় করতো তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে যেত। কিন্তু একে একে পাঁচটি সন্তান জন্ম নেয়ার পর সংসারের চাহিদা বেড়ে গেলেও আয় বৃদ্ধি না পাওয়াতে দেখা দেয় তীব্র অভাব অনটন। অন্যের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে সংসারের আয় কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করে আমেনা। এরই মাঝে একদিন ঘাসফুলের ২৬ নং সমিতির দলনেত্রী নার্গিসের কাছে জানতে পারে অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য ঘাসফুলের ঋণদান সহায়তা কার্যক্রমের কথা। ধনিয়ালা পাড়া ঘাসফুলের সমিতির সদস্য হয় আমেনা। ৬ মাস পর ঋণ নেয় ৩০০০ টাকা। শুরু করে শাড়ীর ব্যবসা।

এরপরের ইতিহাস আমেনার কেবলই সামনের দিকে পথ চলার। চার কিস্তিতে মোট ৪৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সে জমিয়ে তোলে তার শাড়ীর ব্যবসা। লাভের টাকা থেকে একসময় পরিশোধ হয়ে যায় ঋণের সকল কিস্তি। আমেনার ভাষায় 'ঘাসফুল সমিতিতে যোগ দেওয়ায় আজ আমি স্বামী ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে খুব সুখে আছি। ঘাসফুল আমার জীবন বদলে দিয়েছে।

কর্মস্থলে আপনার মহিলা সহকর্মীর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করুন।

ফি চা র

শিউলীর অবলম্বন, অবলম্বনে শিউলী

শাহাব উদ্দিন নীপু

ছোট ভাইদের জন্য খাবার নিয়ে আসার পথে ঘাতক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে পা হারানো শিউলী এখন পঙ্গু পা-কে অবলম্বন করে তার পরিবারের মুখে তুলে দিচ্ছে ক্ষুধার অন্ন। নগরীর লালখান বাজার মোড়ে হাইওয়ে প্লাজার সামনে যেখানে সে তার পা হারায় সেখানেই এখন অর্থ ভিক্ষা করে দিন কাটছে শিউলীর।

হাইওয়ে প্লাজার সামনে উত্তর মুখো গাড়িগুলো যখন ট্রাফিক সিগন্যালে আটকা পড়ে তখনই বাঁ বগলে ক্রাচ চেপে এগিয়ে যায় শিউলী; মাঝ উরু থেকে কেটে নেয়া বাম পা-টা উঁচিয়ে ধরে হাত পাতে যাত্রীদের সামনে। কখনো তাচ্ছিল্যের সুরে তাড়ানো, কখনো বা সহানুভূতির দু'পাঁচ টাকা উঠে আসে তার হাতে। সবুজ বাতি জ্বলতেই শুরু হয় গাড়িগুলোর ছুটে চলা। সরে আসে শিউলী। বসে পড়ে ডিভাইডারে। তারপর আবার লাল বাতির অপেক্ষা।

নিজগৃহে কাজ করছে শিউলী

> পা হারিয়ে শিউলী যেখানে অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা সেখানে অন্যরাই তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পা না থাকলেও বাথরুম, টয়লেট থেকে নিজের সব কাজ সে একাই করতে পারে। ঘর থেকে কলসী ভর্তি পানি কোমরে তুলে. ক্রাচে ভর দিয়ে সে পানি বাথরুমে নিয়ে যায় সে। তারপর গোসল করে। সে তার পরিবারের জন্য বাজার করে আনে। সকাল থেকে দুপুর অবধি মা'কে ঘরকন্নায় সাহায্য করে। কখনো কখনো ক্যারাম খেলে। বিকেল হতেই আবার ছুটে যায় ক্রাচ বগলে লালখান বাজার মোড়ে।

শিউলী জানাল, এভাবে প্রতিদিন বিকেলে সে ৫০ থেকে ১২০ টাকা আয় করে। সন্ধ্যায় এ টাকা তুলে দেয় তার মা'র হাতে। মূলত: এ টাকায় চলছে তাদের সংসার। মা আর ছোট দু'ভাইকে নিয়ে শিউলীর পরিবার। বাবা থেকেও না থাকার মতো। তাদের সংসারে বাবার অবদান নেই বললেই চলে। মতিঝর্ণা এলাকার একটা সরু গলিতে মা এবং দু'ভাইকে নিয়ে এক কামরার বাসা শিউলীদের। বাসা ভাড়া ৭০০ টাকা। সর্বসাকুল্যে তার পরিবারের মাসিক খরচ ৩ হাজার টাকা। তার মা হাসনা আক্তার এক বাসায় কাজ করে ৩০০ টাকা পান। শিউলীর ছোট ভাই রবিউল হোসেন (৮) মাঝে মাঝে শিশু পার্কে থালা-বাটি ধোয়ার কাজ করে খাবারের দোকানে। সেখানে দৈনিক ১০ টাকা পায়। আর বাকী টাকাই আসে শিউলীর আয় থেকে।

অবুঝ ছোট ভাই ইকবাল হোসেনের (৫) কথা বাদ দিলে তাদের পরিবারে উপার্জনক্ষম আরেক জন আছেন। তিনি শিউলীর বাবা জাকির হোসেন। দিন মজুর তিনি। রিক্সা চালানো, বাবুর্চির কাজ, রাজমিস্ত্রি, ছুতার মিস্ত্রির কাজই মূলত: তিনি করে থাকেন। তবে একদিন করেন তো তিন দিন বেকার থাকেন। যে দিন আয় করেন কিছু টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দেন। কিন্তু নিয়মিত ধূমপানের পাশাপাশি মাঝে মধ্যে মধ্যপান করেন। 'ভিক্ষার টাকায় সংসার চলে অথচ বাবা মদ্যপান করে'-এই বলে যখন শিউলী তাকে লজ্জা দেয় তখন তিনি কসম কাটেন, আর না খাওয়ার শপথ করেন।

ভালো মানুষের মুখোশ আঁটা, শপথ করে পর মুহূর্তে ভুলে যাওয়া বাবা, যাকে শিউলী অসম্ভব ভালোবাসে, তিনি দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করেছেন। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে পৈতৃক বাড়িতে সেই স্ত্রীকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় তিনি সেখানে থাকেন। আড়াই কানি আবাদী জমি আছে তার। টিনের ঘর আছে। দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে এক মেয়ে। তারা স্কুলে পড়ছে। অথচ শিউলী এবং দু'ভাইয়ের পড়ালেখার বিষয়ে তার কোন ভাবান্তর নেই। অবশ্য শিউলী পড়তে চায়। মায়াবী চেহারার বছর ১২ বয়সের মেয়েটি বললো, 'আমি পড়তে চাই। অনেক কিছু জানতে চাই। পড়া শেষে চাকুরী করতে চাই'। কী ধরনের চাকুরী সে করতে চায় সে বিষয়ে তার কোন পছন্দ নেই। বললো, 'যে কোন চাকুরী। যেটা আমি করতে পারবো এবং পাবো'।

এক সময় শিউলী সুস্থ মানুষের মতো সব কিছু ভাবতো। ১৯৯৬ সালের এক সন্ধ্যায় তার ভাবনার সুতো কেটে গেছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের সেই সন্ধ্যা তাকে জীবনের কাছে অথর্ব করে রেখে গেছে। তখন আউটার স্টেডিয়ামে বিজয় মেলা চলছে। বিজয়ের রজত জয়ন্তীতে উৎসবে মাতোয়ারা বিজয় মেলায় কোন এক খাবারের স্টলে মরিচ মশলা বাটার কাজ নিয়েছিলেন শিউলীর মা। অবুঝ দু'সন্তানের রাতের খাবার পাঠাচ্ছিলেন তিনি শিউলীকে দিয়ে। ইস্পাহানী মোড়টা পার হতে গিয়ে হাইওয়ে প্লাজার সামনে এক সঙ্গীর ধাক্কায় শিউলী পড়ে যায় রাস্তায়। আর ততক্ষণে ঘাতক ট্রাক পিষ্ট করে তার বাম পা। এ ঘটনায় দন্ডবিধির ২৭৯ ও ৩৩৮ ধারায় কোতোয়ালী থানায় একটা মামলা হয় যার নম্বর ৫০ (৮) ৯৬। পুষ্পনীড়, নামের একটি ফুলের দোকানী শিউলীকে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার মা'র ভাষ্য মতে, ১৩ দিন পর ছাড়া পায় সে হাসপাতাল থেকে, একটা পা বিসর্জন দিয়ে। বিসর্জিত ঐ পা-ই এখন তার বেঁচে থাকার অবলম্বন, তার পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস।

অথচ ভিক্ষাবৃত্তির ইচ্ছা মোটেই নেই শিউলীর। তার মতে, 'এটা (ভিক্ষা) করতে আমার একদম ভাল্লাগে না। কি করবো? মা'র কথা ভাবলে না করে পারি না'। শিউলীর ভিক্ষা করা তার বাবারও পছন্দ না। তিনি জানালেন, তিনি তাদেরকে গ্রামে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তারা যেতে রাজী নয়। শিউলীর মা মোটেই শহর ছাড়তে রাজী না। তিনি বললেন, আগে বাসা ভাড়া কম ছিল। তিনি অনেক পরিশ্রম করতেন। বুয়ার কাজ করতেন। পাহাড় থেকে কাঠ আনতেন। এখন আর ওসব পারেন না। তাই শিউলীকে এ কাজ করতে হয়।

পা হারিয়ে শিউলী যেখানে অন্যদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কথা সেখানে অন্যরাই তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পা না থাকলেও বাথরুম, টয়লেট থেকে নিজের সব কাজ সে একাই করতে পারে। ঘর থেকে কলসী ভর্তি পানি কোমরে তুলে ক্রাচে ভর দিয়ে সে পানি বাথরুমে নিয়ে যায় সে। তারপর গোসল করে। সে তার পরিবারের জন্য বাজার করে আনে। সকাল থেকে দুপুর অবধি মা'কে ঘরকন্নায় সাহায্য করে। কখনো কখনো ক্যারাম খেলে। বিকেল হতেই আবার ছুটে যায় ক্রাচ বগলে লালখান বাজার মোড়ে।

শিউলী এখন: লালখান বাজার মোড়ে ভিক্ষে করার সময় ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের চোখে পড়ে যায় শিউলী। শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু করার আজন্ম লালিত স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে তিনি খোঁজ নেন শিউলীর, তার স্বপ্নের। নিরক্ষর শিউলী এখন স্বাক্ষর হয়ে উঠছে; তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে ঘাসফুলের মতিঝর্ণা স্কুলে। পড়ালেখার প্রতি শিউলীর দারুণ আগ্রহ। শিউলী এখন মতিঝর্ণা স্কুলের নিয়মিত ছাত্রী।

শি শু ক থা

শিশু অধিকার সপ্তাহে র‍্যালী করেছে ঘাসফুলের ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

জাতীয় শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে নগরীতে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। গত ১৬ মার্চ সার্কিট হাউজ থেকে র‍্যালী শুরুর মধ্য দিয়ে শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব গোলাম মোস্তফা।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে ঘাসফুল কদমতলী স্কুলের ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন কর্মসূচী সংগঠক (পিও) জেবুন্নেসা, আলো চক্রবর্তী এবং কদমতলী স্কুলের শিক্ষিকা জেসমিন। সার্কিট হাউজ থেকে র‍্যালীটি শুরু হয়ে শিশু একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। এরপর শিশু একাডেমীতে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন দৈনিক আজাদীর প্রধান প্রতিবেদক ওবায়দুল হক।

দরিদ্র তিন ছাত্র-ছাত্রীর পাশে ঘাসফুল

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ঘাসফুল বিদ্যালয়ের দরিদ্র তিন ছাত্র-ছাত্রীর চিকিৎসার জন্য গত তিন মাসে (জানু-মার্চ) প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদেরকে ১২৪২ টাকার ঔষধ কিনে দেয়া হয়েছে।

খেলতে গিয়ে ইটের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে আলম শেখের পা ভেঙ্গে যায়। সে ধনিয়ালাপাড়া স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। তার রিক্সাচালক বাবার পক্ষে চিকিৎসাব সব ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না। আলমের মা আমেনা ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তানের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে সহায়তা চাইলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আলমের জন্য গত ফেব্রুয়ারি মাসে দু'দফায় ৪৭০ টাকার ঔষধ কিনে দেয়া হয়।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসে অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কদমতলী বিদ্যালয়ের ছাত্রী আসমাকে ৪২৪ টাকার এবং একই বিদ্যালয়ের তাসলিমাকে ৩৪৮ টাকার ঔষধ কিনে দেয়া হয়।

শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। আপনার শিশুকে সময়মত স্কুলে পাঠান।

জাতীয় টিকা দিবসে
২০ হাজার শিশুকে টিকা দিয়েছে ঘাসফুল

নিজস্ব প্রতিবেদক :

দশম জাতীয় টিকা দিবসে ২৭ জানুয়ারি ও ১০ মার্চ দুটি রাউন্ডে ঘাসফুল মোট ১৯ হাজার ৬৪১ জন শিশুকে পোলিও এবং ভিটামিন এ টিকা খাইয়েছে। সাতটি ওয়ার্ডের ১৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এ টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘাসফুলের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতি বছরের মত এ বছরও সারা দেশব্যাপী জাতীয় টিকা দিবস পালনে অংশগ্রহণ করে।

২৭ জানুয়ারি টিকা দিবসের প্রথম রাউন্ডে ঘাসফুল শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী ৬ হাজার ৩৪০ জন শিশুকে পোলিও টিকা এবং এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী ৮ হাজার ৭২১ জন শিশুকে ভিটামিন এ টিকা খাওয়ায়। ১০ মার্চ টিকা দিবসের দ্বিতীয় রাউন্ডে ৪ হাজার ৫৮০ জন শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। যে ১৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে টিকা কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেগুলো হলো ঘাসফুল ক্লিনিক, রেলভিট বস্তি, সোলেমান বস্তি, পোড়া কলোনী, মিছি পুকুর পাড়, ওলা পুকুর পাড়, সুইপার কলোনী, বাঙ্গাল পাড়া, রেলী ব্রাদার্স, সুপারী পাড়া, বসর কোম্পানি বাড়ী, বেপারী পাড়া, ছোটপুল, বাস্তুহারা, জাহাঙ্গীর কমিশনারের বাড়ী, স্বদেশ ক্লাব, উদয়ন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল এবং মোগলটুলী।

একদিন আমরা

(ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে)

শাহাব উদ্দিন নীপু

এখানে মাটির কাছে
জীবন আছে দেখো,
হাওয়ায় ভেসো না আর
শেখার আছে, শেখো।

অধিকার এখানেও সোচ্চার
কথা কয় সব মুখ,
জন্ম তো পাপ নয়--
তবে রইবো কেন মুক?

এগুতে চাই আমরা
চাই আলোর বন্যা,
সোনার ছেলে হবো মোরা
কিংবা সোনার কন্যা।

দেখো, একদিন মানুষ হবো
মুছে যাবে জন্মের ভুল,
মাথা তুলে দাঁড়াবোই দাঁড়াবো
পাশে যদি থাকে ঘাসফুল।

নতুন দিগন্ত

বদরুনের স্বপ্নভঙ্গ ও স্বপ্ন পূরণ

জোবেদা বেগম কলি

বদরুন এখন আর অসহায় নয়। নি:সম্বলও না। বদরুন এখন পাঁচ গন্ডা জমি, দু'টি গাভী, একটি সেলাই মেশিন এবং প্রচুর হাঁস-মুরগীর মালিক। তার সন্তানরা পড়ছে, কারিগরী কাজ শিখছে। স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া বদরুনের চারদিক ঘিরে রেখেছে এখন স্বপ্ন। বদরুনকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে ঘাসফুল।

অথচ জীবনের কাছে প্রতারিত বদরুন স্বপ্ন দেখতেই ভুলে গিয়েছিল একদিন। স্বামী আবদুল মান্নান আর ৬ ছেলেসহ ১১ সদস্যের বিশাল পরিবার তার। পাটকল শ্রমিক স্বামীর আয়ে ভালোই কাটছিলো বদরুনের সংসার জীবনের দিনগুলো। পরিকল্পিত পরিবার গঠনে ব্যর্থ হলেও সন্তানদের নিয়ে নানান স্বপ্নের জাল বুনতেন বদরুন। হঠাৎ করে তার স্বপ্ন ভঙ্গ শুরু হল। চাকুরী হারালেন স্বামী। মাসিক পেনশন এবং এককালীন প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু হলো তার। সেখানেও ছেদ পড়ে প্রতারক অংশীদারদের সাথে ব্যবসা করতে গিয়ে মান্নান যখন এককালীন প্রাপ্ত অর্থের সবটাই খুইয়ে বসেন।

স্বপ্নহীন বদরুনের সাথে পরিচয় হয় এক ঘাসফুল কর্মীর। ঘাসফুলের ১৩৭ নং সমিতির সদস্য হন তিনি। শুরু হয় তার স্বপ্ন দেখার নতুন ভুবন। ঘাসফুল সমিতির সদস্যপদ লাভের দু'মাসের মাথায় তিনি গ্রহণ করেন সেলাই প্রশিক্ষণ। ২০০০ সালে তিনি ঘাসফুলের নিয়মিত সঞ্চয় সমিতি থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নেন। এই টাকায় বদরুন কিনেন একটি সেলাই মেশিন এবং কিছু হাঁস-মুরগী। শুরু হয় বদরুনের নতুন জীবন। সেলাই মেশিনের আয় এবং হাঁস-মুরগীর ডিম বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থে তার সংসার আবার গতিপথ পায়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে বদরুন গ্রহণ করেন ২য় দফা ঋণ যা দিয়ে কিনে নেন দু'টো গাভী। এখন গাভী, সেলাই মেশিন আর হাঁস-মুরগীর আয় থেকে স্বচ্ছন্দেই কাটছে তার দিনগুলো।

বদরুনের ২ ছেলে এখন ইউসেপ স্কুলে পড়ছে, বাকীরা কারিগরী কাজ শিখছে। বদরুন এখন সঞ্চয়ীও। তার সঞ্চিত টাকায় ভূমিহীন বদরুন আনোয়ারাতে কিনেছেন পাঁচ গন্ডা জমি। বদরুন এখন আরো আরো স্বপ্ন দেখতে চায়।

■ সংগঠন সংবাদ

শিক্ষা বিভাগ : নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষা বিভাগ চারটি প্রাক্ বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় শেখানোর জন্য একটি চিলড্রেন স্পেস উদ্বোধন করেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩টি এবং স্কুল ক্লাব পাঁচটি।

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের ৪র্থ শ্রেণীর বই সম্পর্কে বেসিক ট্রেনিং দেয়া হয় ২৬ থেকে ৩১ জানুয়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারি স্পন্সরশীপের সি এম (চাইল্ড মেসেজ) সংগ্রহের ওপর দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি এডলোসেন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক (পিও) আঞ্জুমান বানু লিমা ও খালেদা খাতুন লাভ দ্যা চিলড্রেন ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করতে পটিয়া যান। ১৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা বিভাগে এডলোসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৯ মার্চ বিটা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের আগামী পাঁচ বছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় ঘাসফুলের শিক্ষা অফিসার তাহমিনা সুলতানা অংশগ্রহণ করেন।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ঘাসফুল সুইপার কলোনী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী রাম এবং শিল্পীও অংশ নেয়।

রিফ্রেক্ট : 'মূল্যায়ন ও অব্যাহত শিক্ষা' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৫ থেকে ৮ জানুয়ারি ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সি ডব্লিউ এফডি এবং ঘাসফুল সহায়করা অংশগ্রহণ করেন। গত ৬ থেকে ১১ মার্চ সহায়কদের 'অংশগ্রহণমূলক দ্রুত গ্রামীণ সমীক্ষা' (পিআরএ) শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ থেকে ১৪ মার্চ ইপসা-তে অনুষ্ঠিত 'মনিটরিং ওয়ার্কশপ'-এ অংশগ্রহণ করেন ট্রেইনার খালেদা খাতুন। গত ১২ থেকে ১৭ মার্চ সমাজ বিশ্লেষণের (ব্যাক গ্রাউন্ট স্টাডি) কাজ চলে। ১৯ থেকে ২৪ মার্চ সার্কেলের সহায়ক প্রশিক্ষণ (টি ও এফ) কর্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ঘাসফুলের নতুন পাঁচটি সার্কেলের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

লাইভলীহুডের নিয়মিত মাসিক সভার একাংশ

লাইভলীহুড : লাইভলীহুড বিভাগে গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) তিনটি মাসিক কর্মশালা, একটি প্রশিক্ষণ এবং তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভাগের প্রথম মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৪ জানুয়ারি।

কর্মশালায় ১৯৯৯ সালে তৈরি করা ঘাসফুলের ইন্সুরেন্স ম্যানুয়েলের উপর পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় দরিদ্র জনগণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জরিপ ফর্ম তৈরি করা হয়। একই বিষয়ের উপর ২১ মার্চ আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ মার্চ লাইভলীহুডের ১৯ থেকে ২৪ মার্চ ২৫টি সমিতির নেত্রীকে নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গত ২৪ মার্চ বেপারীপাড়া এবং ছোটপুলে কম্যুনিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এম সি এইচ : মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে চলতি বছরে দুইটি মাসিক ধাত্রী কর্মশালা (টিবিএ) সমাপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তী কর্মশালা আগামী ৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জানুয়ারি মাসের কর্মশালায় ৫৮ জন এবং ৪ মার্চ ফেব্রুয়ারি মাসের কর্মশালায় ৬২ জন ধাত্রী অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষ টিবিএ কর্মশালায় নবজাতকদের জন্ম নিবন্ধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টি ও সহায়তা প্রদানের জন্য ধাত্রীদের উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ধাত্রীদের হাতে জানুয়ারি মাসে ২৭২ জন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬৭ জন নবজাতকের জন্ম হয়।

এদিকে পিল, কনডম, ইনজেকশন, আইইউডি এবং লাইগেশন-এই পাঁচ ধরনের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে জানুয়ারি মাসে ৬৯৬ জন নতুন গ্রাহক এবং ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন-পুরনো মিলে ১০৯৫ জন গ্রাহক উল্লেখিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

এছাড়া, ঘাসফুল এম সি এইচ কেন্দ্রে জানুয়ারি মাসে ১৪ দিনে ৪০৮ জনকে এবং ১১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৩৭৩ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। এ সময় ১৪ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ২৪৭ জন মহিলাকে ইপি আই টিকা দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে মোট ৫৯৪ জনকে যার মধ্যে স্থায়ী কেন্দ্রে ৯ দিনে ২৯৭ জনকে এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ৮টি কেন্দ্রে ২৯৭ জনকে। এ সময় ২০৯ জন মহিলাকে ইপি আই টিকা দেওয়া হয়।

মাসব্যাপী মিলেনিয়াম ফেয়ার-এ ঘাসফুল

সাখাওয়াত হোসেন :

চলতি বছরের শুরুতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম ফেয়ার-এ অংশগ্রহণ করেছে ঘাসফুল। নগরীর পলোগ্রাউন্ড মাঠে চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২৭ ডিসেম্বর।

ঘাসফুল-এর উপকারভোগীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ঘাসফুলের অঙ্গসংগঠন ওয়াইজ (ওমেন ইনিশিয়েটিভ ফর স্মল এন্টারপ্রাইজ) স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পণ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল হাতের কাজ করা বিভিন্ন পোশাক, ব্লক বাটিকের কাজ করা পোশাক, মাটির শোপিস, ফিনাইল, হাতে তৈরি কার্ড, কাঠের শোপিস, আচার, পিঠা, নকশী কাঁথা, কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমী পণ্য সমাবেশের কারণে স্টলটি ক্রেতা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। উপকারভোগীদের নিজস্ব তৈরি এসব পণ্য সামগ্রীর প্রচার ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করে ঘাসফুল এসব পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে বলে ক্রেতারা অভিমত প্রকাশ করেন।

(সমন্বয়কারী, লাইভলীহুড)

পণ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল হাতের কাজ করা বিভিন্ন পোশাক, ব্লক বাটিকের কাজ করা পোশাক, মাটির শোপিস, ফিনাইল, হাতে তৈরি কার্ড, কাঠের শোপিস, আচার, পিঠা, নকশী কাঁথা, কাগজ ও কাপড়ের ব্যাগ প্রভৃতি। ব্যতিক্রমী পণ্য সমাবেশের কারণে স্টলটি ক্রেতা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

বর্ষ ১
সংখ্যা ১
জানুয়ারি-মার্চ ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা

গণতন্ত্র উৎসবে

ঘাসফুল স্টল পরিদর্শনে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ডেমোক্রেসি ওয়াচ-এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম জিমনেশিয়ামে অনুষ্ঠিত 'গণতন্ত্র উৎসবে' অংশগ্রহণ করেছে ঘাসফুল। গেলো বছরের ২৭ ডিসেম্বর এ উৎসবের উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী এ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত জুলিয়ান ইফতেন প্রমুখ।

গণতন্ত্র উৎসবে ঘাসফুল স্টলে সংগঠনের সব রকমের প্রকাশনা প্রচার পত্র, অনুষ্ঠানের ছবি, বুলেটিন বোর্ড এবং উপকার ভোগীদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন করা হয়।

উদ্বোধনের পর পরই মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, তালেয়া রেহমান ও জুলিয়ান ইফতেনসহ সংশ্লিষ্টরা ঘাসফুল স্টল পরিদর্শন করেন।

তারা ঘাসফুল স্টলের ভূয়শী প্রশংসা করেন। এ সময় ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা দু'টো ছবি মাননীয় মন্ত্রী ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালককে উপহার দেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণ।

ঘাসফুল স্কুলের ছাত্রদের আঁকা ছবি বাণিজ্য মন্ত্রীকে তুলে দিচ্ছেন নির্বাহী পরিচালক ছবি : জেমুন

দ্বিতীয় দিনে 'চট্টগ্রাম বন্দর ও বেসরকারী কন্টেইনার টার্মিনাল : কতিপয় আলোচনা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. বেলায়েত হোসাইন। ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক মিসেস তালেয়া রেহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে আলোচক ছিলেন ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

উপদেষ্টামণ্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম, এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
সেলিনা আক্তার
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফুদ্দীন আহমেদ

সহযোগিতায়
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা লুসি
জোবেদা বেগম কলি
রওশন আক্তার সোমা
শাহাব উদ্দিন নীপু

বিশ্ব যক্ষা দিবসের আলোচনায় বক্তারা

দেশে প্রতি হাজারে ৫ জন যক্ষা রোগী

ঘাসফুল প্রতিবেদক :

যক্ষা সংক্রমণে বিশ্বে প্রতি বছর ৩০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং তার সিংহভাগই ঘটে তৃতীয় বিশ্বে। এদিকে, আমাদের দেশে যক্ষা রোগীর সংখ্যা প্রতি হাজারে পাঁচ। গত ২৪ মার্চ বিশ্ব যক্ষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এ তথ্য প্রকাশ করেন।

এর আগে সকালে '*স্টপ টিবি-ফাইট পোভার্টি*'-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে নগরীতে বর্ণাঢ্য র‌্যালীর আয়োজন করা হয়। চিটাগং প্রেস ক্লাব চত্বর থেকে র‌্যালী শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আন্দরকিল্লাস্থ সিভিল সার্জন কার্যালয়ে শেষ হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লোকজনের পাশাপাশি ঘাসফুলসহ বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সদস্যরা র‌্যালীতে অংশ নেয়। ঘাসফুল-এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক (পিও) এবং ধাত্রীরা।

র‌্যালী শেষে সিভিল সার্জন ডা: বিশ্বনাথ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ডা: মো. আবদুর রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: সরফরাজ খান চৌধুরী। এছাড়া, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা: মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইয়ং ওয়ানের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: এল কে বড়ুয়া, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক ডা: সুলতানুল আলম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিভাগের উপ-পরিচালক ডা: মো. নুরুল আলম, বক্ষব্যাধি হাসপাতালের ডা. শাহজাহান মাহমুদ, ডা. ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ প্রমুখ।

বক্তারা আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশ্বে যক্ষা পরিস্থিতির নানা চিত্র তুলে ধরে বস্তি এলাকার দরিদ্র মানুষের কাছে যক্ষার চিকিৎসা পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। এরজন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও এই রোগ নির্মূলে তাদেরকে উৎসাহী করে তোলার উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ডব্লিউ এসোসিয়েশন, হোসেন মঞ্জিল, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।